তারিখ 02 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

সংবাদ

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) : আব্দুল গনি খান বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা -সংবাদ

আব্দুল গনি খান বেসরকারি প্রাথ. বিদ্যালয়

নিয়মিত ভালো ফলেও জাতীয়করণ বঞ্চিত

প্রতিনিধি, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী)

ওদের স্কুল কত ভালো, ওদের স্কুলে কারেন্ট আছে, আর আমাদের স্কুলে গমর, বৃষ্টি এলে পানি পড়ে। গোয়ালন্দে সরকারি বিদ্যালয়গুলোর চেয়েও ফলাফলে অনেক ভালো তবুও জাতীয়করণ হচ্ছে না নানা সমস্যায় জর্জরিত আব্দুল গনি খাঁন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘ ৭ বছর ধরে ৪ জন শিক্ষক মানবেতর জীবন যাপন করছেন। রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার গোয়ালন্দ পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডে একটি মাত্র বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জানা গেছে পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডে ৭ থেকে ১০ হাজার লোকে বসবাস রয়েছে। বেশিরভাগ বাসিন্দাই নদী ভাঙ্গা দরিদ্র মানুষ। তাদের শিশুদের পড়াশোনার জন্য একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আব্দুল গনি খাঁন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আজ থেকে সাত বছর আগে ঐ এলাকায় শিশুদের পড়াশোনা করার মতো কোন বিদ্যালয় ছিলো না ঐ এলাকার শিশুদের দেড় থেকে দুই মাইল হেটে গিয়ে পড়াশোনা করতে হোত এতে এলাকা অনেক শিশুই শিক্ষা থেকে ঝরে যেত। তাই দেখে স্থানীয় সমাজ সেবক আব্দুল গনি খাঁন তার এলাকার শিশুরা যাতে এলাকায় পড়া শোনা করতে পাড়ে এবং শিক্ষার আলো থেকে যেন কোন শিশু বঞ্চিত না হয় তার জন্য তিনি তার নিজের জায়গায় শিশুদের পড়া শোনার জন্য ২০১০ সালে আব্দুল গনি খাঁন নামে একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পড়া শোনায় ভালো ফলাফল করে আসছে বলে জানা গেছে। ২০১২ সাল হতে অদ্যবধি প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষায় ১০০% পাশ সহ ৪টা থেকে ৬টি করে বৃত্তি পেয়ে আসছে বলে জানা গেছে। দীর্ঘ ৭ বছর যাবৎ বিদ্যালয়টি ৪ জন শিক্ষক মো.ইয়াছিন মোল্যা, জরিনা খাতুন, তানিয়া আক্তার, গিতা খাতুন বিদ্যালয়টিতে স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করে শিশুদের মাঝে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে আসছেন এবং দিন দিন তাদের নিজেদের আলো নিভে যাচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষকরা সন্তান পরিবার ও পরিজন নিয়ে চরম হতাশা ও মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। প্রতিটি শিক্ষকদের এখন একটাই দুশ্চিন্তা যে বিদ্যালয়টি কি আদো জাতীয় করণ হবে কিনা? বর্তমান সরকার শিশুসহ সব ধরনের শিক্ষার সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের অনেক জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে হাই স্কুল, কলেজ জাতীয় করণ করেছেন কিন্তু আব্দুল গনি খাঁন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ হয়নি। গত ৩১ অক্টোবর সরজমিন গোয়ালন্দ পৌরসাভার ১নং ওয়ার্ডের আব্দুল গনি খাঁন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গিয়ে দেখা যায় প্রায় ১৬৪ জন কোমল মতি শিশুরা পড়াশোনা করছে, নিজ চোখে না দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, এই ডিজিটাল যুগে পা রেখেও কতটা অবহেলায় পড়ে আছে আব্দুল গনি খাঁন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি।

গোয়ালন্দ বিদ্যালয়টিতে গিয়ে দেখা গেছে নানান সমস্যায় জড়জড়িত, নেই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, গরমে ঘেমে শিশুদের শরীর ভিজে যায়, এবং পড়াশোনা করতে সমস্যা হয়। ছাত্র ছাত্রী অনুপাতে বসার জন্য যে পরিমাণ বেঞ্চের প্রয়োজন তা নেই গাদাগাদি করে বসতে হয় ছাত্র ছাত্রীদের স্কুল ঘরের ফ্লোর কাঁচা, একটু বৃষ্টি এলেই ঘরের চাল দিয়ে পানি পড়ে, ওই কাদা-পানিতে বসেই পড়াশোনা করে শিশুরা। এতে শিশুদের অনেক সময় ঠাণ্ডাজনিত রোগ দেখা দেয় বলে জানা যায়। এছাড়াও নেই স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা। শিক্ষকদের নেই বসার মতো চেয়ার টেবিল অফিসের মূল্যবান কাগজ পাতি রাখার মন্ত নেই কোন আলমারি। স্কুলটি পরিচালনা করতে যে সকল জিনিস পত্র কাগজ, খাতা, কলম, চক, ডাস্টার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র লাগে তা শিক্ষকদের নিজেদের টাকা দিয়ে কিনতে হয় বলে জানান শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে কথা হয় বাংলাদেশ শিক্ষক কল্যাল সমিতির গোয়ালন্দ উপজেলা সভাপতি, মো.কেচমত আলী সরদার ও সাধারণ সম্পাদক কে এম বেল্যায়েত হোসেন (বিলু) শিক্ষক নেতারা সংবাদকে বলেন যে, আমরা অনেক বার ঐ স্কুলটি গিয়েছি স্কুলটি পড়াশোনার মান খুব ভালো স্কুলটিকে দ্রুত জাতীয়করণ করার প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়টিতে শিশুদের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে অতি দ্রুত যে ভাবেই হোক বিদ্যুৎ সংযোগ, ছাত্রদের বসার বেঞ্চ ঘরটি মেরামত সহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে আব্দুল গনি খান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. এ ব্যাপারে গোয়ালন্দ উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা কাজী সানোয়ার হোসেনের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোনটি রিসিভ করেননি।